গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য অধিদপ্তর

জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের স্কীম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ নির্দেশিকা

জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প
মৎস্য অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	কাজের পরিধি	৩
২.	স্কীম নির্বাচন পদ্ধতি	৩
৩.	স্কীমের ডিজাইন	৩
৪.	স্কীম তৈরিকরণ	৪
৫.	প্রি এবং পোস্টজরিপ	৪
৬.	অর্থের চাহিদা	৪
৭.	স্কীম দাখিল, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন পদ্ধতি	৫
৮.	গ্রম্নপ গঠন সংক্রামত্ম নির্দেশাবলী এবং কার্যাবলী	৫
৯.	জলাশয় ব্যবহারের অধিকার	৭
১০.	মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা	৭
১১.	প্রকল্প পরিচালক, সহকারী পরিচালক (প্রকল্পে নিয়োজিত), বিভাগীয় মৎস্য উপপরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, , সহকারী প্রকৌশলী, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং সংশিস্নষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলী এর দায়িত্ব	৮
১২.	চুক্তিবদ্ধ ভূমিহীন সমিতি (এলসিএস) গঠন	৯
১৩	চুক্তিবদ্ধ ভূমিহীন সমিতি এর দায়িত্ব	১০
১৪.	সর্দার এবং পরিদর্শকের দায়িত্ব	১০
১৫.	আনুষঙ্গিক তহবিল	১১
১৬.	বরাদ্দপত্র/পুনঃবরাদ্দপত্র জারি এবং অর্থ উত্তোলন	১১
১৭.	পরিমাপ এবং মজুরি প্রদান	১২
১৮.	খনন পদ্ধতি	১২
১৯.	মাটির সংকোচন ও ক্ষয়ক্ষতির হার	১২
২০.	সাইনবোর্ড	১২
২১.	বাস্তবায়ন সিডিউল	১২
২২.	স্কীম সংশোধন	১২
২৩.	পরিদর্শন ও তদারকিকরণ	১৩
২৪.	স্কীম স্থগিতকরণ	১৩
২৫.	স্কীম বাতিলকরণ	১৩
২৬.	প্রতিবেদন	১৩
২৭.	অব্যবহৃত অর্থ	১৪
২৮.	কর্মচক্র	১৪
২৯	স্কীম প্রণয়ন, স্কীম বাস্তবায়ন, প্রতিবেদন তৈরি ইত্যাদির বিভিন্ন ছক	

অংশ-১ পরিকল্পনা (PLANNING)

১ কাজের পরিধি (Scope of Activities)t

•

১.১ মৎস্যচাষের লক্ষ্যে দেশের ডিপিপিতে তালিকাভূক্ত ৫৪ টি জেলার ২৩১ টি উপজেলার নির্বাচিত খাস পুকুর ও দিঘি, খাল-বিল ও মরানদী পুনঃখনন, সংস্কার ইত্যাদি।

১.২ স্কীম এলাকার ভূমিহীন প্রান্তিক চাষি, গরিব বেকার যুবক, মহিলা এবং মৎস্যচাষে আগ্রহী ব্যক্তির সমন্বয়ে গ্রুপ গঠন, গ্রুপের নিজস্ব তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে সঞ্চয় কার্যক্রমে গ্রুপ সদস্যদের সম্পৃক্তকরণ, মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান, মাছ চাষ বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করণ।

১.৩ প্রকল্পভূক্ত ৫৪টি জেলার সরকারি মালিকানাধীন জলাশয়ে কার্যক্রম গ্রহণ।

১.৪ কেবলমাত্র প্রকল্পের ডিপিপিতে তালিকাভূক্ত জলাশয়ে স্কীম গ্রহণ করা যাবে।

১.৫ প্রকল্পের ডিপিপিতে তালিকাভূক্ত জলাশয়ে স্কীম গ্রহণে কোন জটিলতার সৃষ্টি হলে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সম আয়তনের অন্য কোন সরকারি জলাশয়ে স্কীম গ্রহণ করা যাবে।

২ স্কীম নির্বাচন পদ্ধতি (Scheme Selection criteria)t

•

২.১ প্রকল্পের ডিপিপিতে তালিকাভূক্ত ৫৪টি জেলার ২৩১টি উপজেলার জলাশয়ের মধ্যে স্কীম প্রণয়ন।

২.২ স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে স্কীম প্রণয়ন।

২.৩ মাছচাষের কৌশলগত দিক ও সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের দিক বিবেচনা করা।

২.৪ জলাশয়টি দরিদ্র সুফলভোগীদের নিকট কমপক্ষে ৫ বৎসর ইজারা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান।

২.৫ স্কীম অন্য কোন উন্নয়ন প্রকল্পভূক্ত আছে কিনা তা যাচাইকরণ।

২.৭ স্কীম নির্বাচনের সময় গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ২৫% মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনাকরণ।

২.৮ স্কীমের ডিজাইন গভীরতা ৩ মিটারের বেশি হবে না। কোন কারণে গভীরতা ৩ মিটারের বেশি হলে সংশিস্নষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক উপযুক্ত কারিগরি ব্যাখ্যা থাকতে হবে।

৩ স্কীমের ডিজাইন (Design of Scheme)t

•

স্কীমের ডিজাইন ও প্রাক্কলন তৈরির সময় অবশ্যই মৎস্যচাষ কার্যক্রমের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। নিম্নবর্ণিত বিষয় সমূহ স্কীম ডিজাইনের সময় বিবেচনা করতে হবেঃ

৩.১ মাটির ধরনের উপর নির্ভর করে সর্বোচ্চ পার্শ্ব ঢাল (Side slope) নিম্নরূপ হবেঃ

মাটির প্রকার	সর্বোচ্চ পার্শ্ব ঢাল
কাদামাটি	১:২
পলিযুক্ত কাদামাটি	১:১.৫
কাদাযুক্ত পলিমাটি	১:১.৫
পলি মাটি	১:২
বালুমাটি	১:৩

৩.২ **বকচরঃ**মাটি কাটার সময় বা পাড় নির্মাণের সময় কমপক্ষে ১ মিটার বকচর (Berm)রাখতে হবে। যদি ডিজাইন গভীরতা বা পাড়ের উচ্চতা ৩.০ মিটারের বেশি হয় তবে মধ্যবর্তী স্থানে ১ মিটার বকচর (Berm)তৈরি করতে হবে।

৩.৩ **পাড়ের উচ্চতাঃ** প্রসত্মাবিত পাড়/বাঁধের উচ্চতা ঐ অঞ্চলের সর্বোচ্চ বন্যার স্তরের উপর কমপক্ষে ০.৫ মিটার উঁচু রাখতে হবে (আনুমানিক ডিজাইন উচ্চতার ২০%)।

৩.৪ **পাড়ের উপরিভাগের প্রস্থঃ** পুকুরের পাড়ের উপরিভাগের প্রস্থ সর্বনিম্ন ২.৪৪ মিঃ (৮ফুট) করা যেতে পারে।

৩.৫ উন্নয়নকৃত জলাশয়ের পাড় লেভেলিং, ড্রেসিং এবং টারফিং সম্পন্ন হতে হবে যাতে নির্মিত পাড়ে সবজি এবং ফলমূলের গাছ লাগানো যায়।

৪. স্কীম তৈরিকরণ (Preparation of Scheme) t

৪.১ স্কীম তৈরির জন্য অনুমোদিত স্কীম ছক ব্যবহার করতে হবে। স্কীম ছকের প্রতিটি বিষয় সতর্কতার সাথে পূরণ করতে হবে।

৪.২ খাস পুকুর/বদ্ধখাল/মরানদী ইত্যাদি প্রি-ওয়ার্ক সার্ভে সাউন্ডিং পদ্ধতিতে নিতে হবে। বৃহৎ জলাশয়ের ক্ষেত্রে লেভেলিং মেশিন ব্যবহার করে সার্ভে করতে হবে।

৪.৩ পুকুর স্কীমের ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ মিটার পরপর আড়াআড়ি পরিমাপ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৪ আড়াআড়ি পরিমাপসমূহে ৩ মিটার পরপর গভীরতা/উচ্চতা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৫ পরিমাপ সমূহ প্রি-ওয়ার্ক সার্ভে ডাটাসিটে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৪.৬ জলাশয়ের মালিকানা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অবশ্যই অনাপত্তি সনদপত্র (NOC) সংগ্রহ করে স্কীমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৭ স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক স্কীমটি গ্রহণের রেজ্যুলেশন কপি অবশ্যই স্কীমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৮ অনুমোদিত সুফলভোগীদের তালিকা (প্রতি হেক্টরে ৫ থেকে ১০ জন সদস্য এবং কমপক্ষে ২৫% মহিলা সদস্য) অবশ্যই স্কীমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৪.৯ প্রি-ওয়ার্ক এবং পোস্ট-ওয়ার্ক পরিমাপ সংশিস্নষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. প্রি এবং পোস্টজরিপ (Pre and Post-work Survey)t

৫.১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অথবা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতিনিধির মাধ্যমে যে কোন সময় যে কোন স্কীমের প্রি-ওয়ার্ক পরিমাপ গ্রহণ করতে পারবেন।

৫.২ প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত প্রি-ওয়ার্ক সার্ভে ফলাফল এবং মাঠ পর্যায় থেকে প্রদত্ত স্কীমের সার্ভে ফলাফলের বরাদ্দের পার্থক্য যদিঃ

ক) ৫% এর মধ্যে অথবা সমান হয় (নিম্ন অথবা প্রাক্কলিত) তবে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে।

খ) যদি পার্থেক্যের পরিমাণ ৫% এর উর্ধে কিমত্ম ৩০% এর নিম্নে হয় তবে গৃহীত সার্ভে রিপোট অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ কমানো হবে। অতিরিক্ত প্রি-ওয়ার্ক গৃহীত স্কীমে অর্থের বরাদ্দ বাড়ানো হবে না।

গ) ৩০% এর অধিক পার্থেক্যের ক্ষেত্রে স্কীমটি বাতিল হবে।

৫.৩ পোস্ট ওয়ার্ক পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ এবং প্রতিনিধি কর্তৃক পরিমাপকৃত অর্থের পরিমাণের পার্থক্য যদি ৫% এর বেশি হয় তবে মাঠ পর্যায় থেকে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ এবং প্রতিনিধিকর্তৃক পরিমাপকৃত অর্থের পরিমাণের মধ্যে যেটি নিম্ন প্রাক্কলিত কর্তৃপক্ষ সেটি গ্রহণ করবেন।

৫.৪ মন্ত্রণালয়/প্রকল্প কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত সার্ভে ডাটাসিটে মাঠ পর্যায়ে স্কীমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কারিগরি কর্মকর্তা অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষর করবেন।

৫.৫ প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত প্রি এবং পোস্ট ওয়ার্ক সার্ভে সম্পর্কিত বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের কোন আপত্তি থাকলে তা অবশ্যই সার্ভে করার তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৬. অর্থের চাহিদা (Requirement of Fund)t

৬.১ খাস পুকুর ও দিঘি পুনঃখনন কাজের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) সিডিউল অব রেটস অনুসারে প্রাক্কলন প্রস্ত্তত করতে হবে। সে ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটার মাটি পুনঃখনন কাজের জন্য ডিপিপির প্রাক্কলিত দর ১৫৩.৬১ (একশত তেপ্পান্ন টাকা একষট্টি পয়সা) টাকা (LGED-2014) হিসেবে প্রাক্কলন প্রস্তত করতে হবে। সম্পাদিত কাজের বিল হতে VAT, IT (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তন করতে হবে।

৬.২ খাল, বিল, মরানদী পুনঃখনন কাজের জন্য ডিপিপির প্রাক্কলিত দর ১২৪.৪৭ (একশত চব্বিশ টাকা সাতচল্লিশ পয়সাপয়সা) টাকা (LGED-2014) হিসেবে প্রাক্কলন প্রস্তত করতে হবে। সম্পাদিত কাজের বিল হতে VAT, IT (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তন করতে হবে।

৬.৩ পাইপ কালভার্ট নির্মাণ কাজের জন্য PWD এর ২০১৪ সনের রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্ত্তত করতে হবে।

৭. স্কীম দাখিল, পর্যালোচনা এবং অনুমোদন পদ্ধতি (Scheme Submission and Approval Process)t

৭.১ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সংশিস্নষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলী/এস্টিমেটর/ড্রাফটস্ম্যান এর সহায়তায় স্কীম তৈরিপূর্বক জেলা মৎস্য কর্মকর্তার বরাবর দাখিল করবেন।

৭.২ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা স্কীমসমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক তাঁর মতামতসহ ২ (দুই) কপি স্কীম প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন।

৭.৩ প্রকল্প পরিচালক প্রাপ্ত স্কীমসমূহ চূড়ামত্মভাবে নির্বাচনের জন্য ‘‘স্কীম নির্বাচন কমিটি’’র নিকট প্রেরণ করবেন।

৭.৪ চূড়ামত্মভাবে নির্বাচিত স্কীমসমূহের বিপরীতে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর অর্থ বরাদ্দের প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করবেন।

৭.৫ প্রতিটি স্কীম প্রসত্মাব স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ৫ (পাঁচ) কপি তৈরিপূর্বক বাঁধাই করে নিম্ন অনুযায়ী দাখিল করতে হবে।

প্রথম কপি	প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।ঃ
দ্বিতীয় কপি	সংশিস্নষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালক ঃ
তৃতীয় কপি	সংশিস্নষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরঃ
চতুর্থ কপি	সংশিস্নষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর ঃ

৭.৬ প্রকল্প পরিচালক চূড়ামত্মভাবে নির্বাচিত স্কীমসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের সরকারি আদেশ (GO) জারি করবেন।

৮. গ্রম্নপ গঠনের নির্দেশাবলী এবং কার্যাবলী (Formation Groups and Activities)t

১) সুফলভোগী গ্রম্নপ গঠনের নীতিমালাঃ

ক) সুফলভোগী গ্রম্নপের প্রতিটি সদস্যকে স্কীম (খাস পুকুর ও দিঘি, খাল-বিল, মরানদী ইত্যাদি) এলাকার আশেপাশের অধিবাসী হতে হবে।

খ) স্কীম এলাকার ভূমিহীন প্রামিত্মক চাষি, গরিব বেকার যুবক, মহিলা এবং মৎস্যচাষে আগ্রহী ব্যক্তিকে গ্রম্নপে অমত্মর্ভুক্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

গ) এক পরিবারে ০১ (এক) জনের অধিক সদস্য গ্রম্নপভুক্ত হতে পারবেন না। প্রতি হেক্টর জলাশয়ে ৫ থেকে ১০ জন সদস্য হবে এবং কমপক্ষে ২৫% মহিলা সদস্য হতে হবে।

ঘ) দলের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ০৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি থাকবে। উক্ত কমিটির মধ্যে ০১ জন দলপতি, ০১ জন সহকারী দলপতি, ০১ জন সচিব-কাম-কোষাধ্যক্ষ, ০২ জন সদস্য থাকবেন।

২) গ্রম্নপ পরিচালনা কমিটির কার্যাবলিঃ

২.১ সুফলভোগী গ্রম্নপ পরিচালনা কমিটি গ্রম্নপের যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালনা করবে।

২.২ পরিচালনা কমিটি সপ্তাহে একবার সভায় মিলিত হবে। সভায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি আলোচিত হবে।

ক) জলাশয়ের ইজারা, অবকাঠামো সংক্রামত্ম সমস্যাদি ও সমাধানের উপায়।

খ) মৎস্যচাষ সম্পর্কিত সমস্যাদি ও সমাধানের উপায়।

গ) পুকুর পাড়ে সবজি চাষ বিষয়ক সমস্যাদি ও সমাধানের উপায়।

ঘ) গ্রম্নপ সঞ্চয়ের চাঁদা আদায়ের অগ্রগতির পর্যালোচনা।

ঙ) গ্রম্নপ সঞ্চয়ের টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

চ) প্রদর্শনী খামার/বিল নার্সারি কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

ছ) প্রদর্শনী খামার/বিল নার্সারির কিসিত্ম গ্রহণের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ।

জ) সাপ্তাহিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

ঝ) গ্রম্নপের নীতিবিরম্নদ্ধ কাজের জন্য পরিচালনা কমিটির সদস্যসহ গ্রম্নপের অন্যান্য সদস্যদের বিরম্নদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়ন।

৩) সাধারণ সভার কার্যাদিঃ

সকল গ্রম্নপ সদস্য প্রতি মাসে একবার একটি সাধারণ সভায় মিলিত হবে। সভায় নিম্নলিখিত বিষয়াবলি আলোচিত হবেঃ

ক) গ্রম্নপের পরিচালনা কমিটি মৎস্যচাষ সম্পর্কীয় সমস্ত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি গৃহীত কার্যক্রমসমূহ গ্রম্নপ পরিচালনা সংক্রামত্ম সমস্যাদি সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবে। আলোচনার পর সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও গৃহীত কার্যক্রম সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিক্রমে সাধারণ সভায় অনুমোদিত হবে।

খ) গ্রুপ সঞ্চয়ের সাপ্তাহিক চাঁদার হার নির্ধারণ ও সংগৃহীত টাকার বিনিয়োগ সম্পর্কীয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গ) প্রদর্শনী খামারের অগ্রগতি পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ঘ) প্রদর্শনী খামারের ফেরৎ পাওয়ার কিস্তির টাকা বিনিয়োগ সম্পর্কিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ঙ) পরিচালনা কমিটির সদস্যসহ কোন সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের চুড়ান্ত প্রস্তাব গ্রহণ ও নতুন সদস্য গ্রুপভুক্ত করণের প্রস্তাব গ্রহণ।

চ) গ্রুপ সঞ্চয় ফান্ডের টাকা জমাদানের জন্য ব্যাংক নির্ধারণ।

৪) গ্রুপ ফান্ড সংক্রান্ত কার্যাবলিঃ

৪.১ গ্রুপ ফান্ডের টাকা ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবে রাখতে হবে।

৪.২ ব্যাংক হিসাব গ্রুপের দলপতি, সচিব-কাম-কোষাধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এই তিনজনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

৪.৩ গ্রুপ ফান্ডের টাকা মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম যথা মাছ চাষ এবং বিল নার্সারি কার্যক্রম খাতে ব্যয় করা হবে।

৪.৪ মৎস্যচাষ বিষয়ক ব্যয় নির্বাহের টাকা উত্তোলনের জন্য গ্রুপ সভায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং স্ব-স্ব সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হতে ব্যয় প্রাক্কলন অনুমোদনপূর্বক ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

৪.৫ গ্রুপের যে কোন প্রয়োজনে মাসিক সভার অনুমোদনক্রমে ব্যাংক হতে টাকা উঠাতে পারবে এবং খরচের হিসেব পরবর্তী মাসিক সভাতেই সকল সাধারণ সদস্যের দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

৪.৬ গ্রুপের বিশেষ প্রয়োজনে মাসিক সভার অনুমোদন সাপেক্ষে উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ ও খামার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত উত্তোলন করতে পারবে এবং পরবর্তীতে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে অবহিত করে সাধারণ সভায় অনুমোদন দিতে হবে।

৪.৭ কোন গ্রুপ সদস্য প্রথম ছয় মাসের মধ্যে গ্রুপ ফান্ডের টাকা ধারাবাহিকভাবে প্রদানে ব্যর্থ হলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। ছয় মাস পর যদি কোন গ্রুপ সদস্য পরপর চার কিস্তির টাকা প্রদানে ব্যর্থ হয় তবে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। কিস্তির টাকা প্রদানে বিলম্বের জন্য প্রতি সপ্তাহে প্রতি কিস্তির জন্য ০৫ (পাঁচ) টাকা জরিমানা আদায় করা হবে। কোন গ্রুপ সদস্য, সদস্য হিসেবে থাকার অনীহা প্রকাশ করলে অথবা তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে গেলে তার প্রদানকৃত টাকা ফেরৎ দিতে হবে এবং এ টাকার কোন লভ্যাংশ সে পাবে না।

৫) গ্রুপের সাধারণ কার্যাদিঃ

৫.১ গ্রুপ সদস্যদের দ্বারা মৎস্যচাষ/বিল নার্সারি কার্যক্রম এবং গ্রুপ ফান্ড গঠন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ব্যর্থ হলে পরিচালনা কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠন করা হবে।

৫.২ স্কীম নির্মিত অবকাঠামোসমূহ গ্রুপ সংরক্ষণ করবে।

৫.৩ মৎস্যচাষসহ গ্রুপের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি হতে প্রাপ্য অর্থ থেকে মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রুপ ফান্ডে জমা রেখে উদ্বৃত্ত অর্থ সদস্যদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করতে হবে।

৬) যে সমস্ত কারণে সদস্য পদ বাতিল হবেঃ

৬.১ নীতিমালা বহির্ভূত কর্মকা-- অংশ গ্রহণ করা।

৬.২ দলপতির বিনা অনুমতিতে পরপর তিনটি সাধারণ সভায় ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিত থাকা।

৬.৩ গ্রুপ কর্তৃক নির্ধারিত চাঁদা সময়মত পরিশোধ না করা।

৬.৪ গ্রুপ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কর্মকা-- অংশ গ্রহণ না করা।

৬.৫ মৎস্যচাষ সহ গ্রুপের অন্যান্য কর্মকা-- আগ্রহী না হওয়া।

৬.৬ প্রকল্প কর্মকর্তা এবং মৎস্য কর্মকর্তাদের দেওয়া পরামর্শ ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে অংশ গ্রহণ না করা।

৭) সদস্য পদ বাতিলকরণ পদ্ধতিঃ

৭.১ গ্রুপের পরিচালনা কমিটির সদস্যসহ কোন সাধারণ সদস্য উলেস্নখিত নির্দেশনাসমূহ লংঘন করলে যে কোন সদস্য বিষয়টি গ্রুপের দলপতির নিকট পেশ করতে পারবে। (দলপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে সচিব-কাম-কোষাধ্যক্ষ এর নিকট পেশ করতে হবে)। দলপতি পেশকৃত অভিযোগটি গ্রুপ পরিচালনা কমিটির সভায় উত্থাপন করবেন। গ্রুপ পরিচালনা কমিটি তদমত্মপূর্বক গ্রুপের সাধারণ সভায় প্রয়োজনীয় সুপারিশ উপস্থাপন করবেন। সভায় আলোচনা পর্যালোচনার পর সাধারণ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে গৃহীত প্রসত্মাব সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার মাধ্যমে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করবেন। অতঃপর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি উলিস্নখিত অভিযোগটির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। গ্রুপের কোন সদস্য কর্তৃক পেশকৃত অভিযোগ পেশ করার তিন মাসের মধ্যে গ্রুপের সাধারণ সভায় আলোচিত না হলে অভিযোগকারী তাঁর অভিযোগটি সরাসরি গ্রুপের সাধারণ সভায় উস্থাপন করবেন। উত্থাপিত অভিযোগটি সাধারণ সভায় আলোচনা পর্যালোচনার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিতে গৃহীত প্রসত্মাব সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার মাধ্যমে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করবেন। স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি উলেস্নখিত অভিযোগটির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় চূড়ামত্ম সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করবেন।

৭.২ প্রকল্পের কর্মকর্তা/ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/জেলা এবং বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট গ্রুপের দলপতিসহ গ্রুপ পরিচালনা কমিটির কোন সদস্য অথবা কোন সাধারণ সদস্য কর্তৃক প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত উপকরণাদি আত্মসাৎ অথবা গ্রুপ ফান্ডের সঞ্চিত অর্থ তছরুপ অথবা অন্য কোন শৃংখলা বিরোধী কাজ পরিলক্ষিত হলে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা উক্ত বিষয়টি সরাসরি স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করবেন। উলেস্নখিত অভিযোগটির ব্যাপারে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গ্রুপের সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধামত্ম গ্রহণ করবেন।

৮) গ্রুপ বাতিল সংক্রামত্মঃ

ক) <u>বাতিলের কারণঃ</u>

i) গ্রুপকে ইজারা দেয়া জলাশয় সময়মত নবায়ন না করলে।
ii) প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী উৎপাদন পরিকল্পনা অনুসারে মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালনা না করলে।
iii) সঞ্চয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ব্যর্থ হলে।
iv) গ্রুপ পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী গ্রুপ পরিচালনায় ব্যর্থ হলে।

খ) <u>গ্রুপ বাতিলকরণ পদ্ধতিঃ</u>

জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রকল্প কর্মকর্তার নিকট কোন গ্রুপের মধ্যে উলিস্নখিত কারণসমূহ প্রতীয়মান হলে উক্ত কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট কারণটি উলেস্নখ পূর্বক স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করবেন। স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি উপস্থাপিত বিষয়ে সরেজমিনে তদমত্মপূর্বক দল বাতিলের জন্য চূড়ামত্ম সিদ্ধামত্ম নেবেন।

৯. জলাশয় ব্যবহারের অধিকার (Water-body Use Right)t

i) যে সমস্ত জলাশয় পুনঃখননের মাধ্যমে উন্নয়ন করা হবে তা গ্রুপের নিকট কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
ii) ৩০০/- টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে জলাশয়ের মালিকানা প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্রুপের দলপতি/ সচিব-কাম-কোষাধ্যক্ষ এর চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে।
iii) প্রতিটি গ্রুপের চুক্তিনামার ১ (এক) কপি প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট, ১ (এক) কপি সংশিস্নষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট, ১ (এক) কপি সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে। মূল কপি গ্রুপ সংরক্ষণ করবে।

অংশ -২০ঃ বাস্তবায়ন (IMPLEMENTATION)

বাস্তবায়নঃ PPR-2008 এর Direct Procurement Method এর Regulation 76 (3) অনুযায়ী স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত করার নিমিত্ত এলসিএস (Landless contracting society) এর মাধ্যমে স্কীমের বাস্তবায়ন কাজ করা হবে।

১০. মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা (Roles ofDepartment of Fisheries)t

i) প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রেরিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নির্দেশিকা অনুমোদন এবং প্রয়োজনবোধে তা সংশোধনকরণ।

ii) প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রেরিত স্কীম তালিকা মোতাবেক স্কীমের বিপরীতে টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন জারিকরণ।

iii) প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত স্কীমসমূহ মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং করণ, বাৎসরিক যৌথ রিভিউ সভায় অংশগ্রহণ, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজ করণ।

১১. প্রকল্প পরিচালক, বিভাগীয় মৎস্য উপ-পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, সহকারী পরিচালক, সহকারী প্রকৌশলী, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, এবং সংশিস্নষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলী এরদায়িত্বঃ

ক) প্রকল্প পরিচালকঃ

i) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং সংশিস্নষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

ii) মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত স্কীমসমূহ চূড়ামত্মভাবে নির্বাচন এবং নির্বাচন শেষে সরকারি আদেশ জারির জন্য ‘‘স্কীম নির্বাচন কমিটি’’র নিকট প্রেরণ করা।

iii) মহাপরিচালক কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারিকৃত স্কীমের বিপরীতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর বরাদ্দপত্র (A.O) জারিকরণ।

iv) বরাদ্দকৃত স্কীমসমূহ সুষ্ঠু বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করণ।

v) মাঝে মাঝে রিভিউ সভা করে বাস্তবায়িত স্কীমের অগ্রগতি পর্যালোচনাকরণ।

vi) বাৎসরিক/অর্ধ-বাৎসরিক, কেন্দ্রীয়/বিভাগীয় পর্যালোচনা সভায় যোগদান/সভাপতিত করণ।

vii) বাস্তবায়নের সময় প্রতি অঞ্চলে কিছু সংখ্যক স্কীম পরিদর্শন করে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ।

viii) স্কীম বাস্তবায়নে কোথাও কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করণ।

ix) স্কীম বাস্তবায়নের সাথে সাথে মৎস্য চাষ / বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থাকরণ।

x) বাস্তবায়িত স্কীমে কোথাও কোন অবকাঠামো প্রয়োজন হলে তা স্থাপনের ব্যবস্থাকরণ।

xi) কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

খ) সহকারী পরিচালক (প্রকল্পে নিয়োজিত) ঃ

i) সুফলভোগী সদস্যদের মৎস্যচাষ / বিল নার্সারি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ii) উন্নয়নকৃত জলাশয়ে মাছের পোনা, খাদ্য সরবরাহ তদারকিকরণ।

iii) মৎস্য সম্প্রসারণ কাজের প্রতিবেদন প্রস্ত্ততকরণে প্রকল্প পরিচালককে সহায়তা প্রদান।

গ) বিভাগীয় মৎস্য উপপরিচালকঃ

i) তাঁর বিভাগে বাস্তবায়িতব্য স্কীমসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

ii) বিভাগীয় মাসিক সমন্বয় সভায় স্কীম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনাকরণ এবং প্রকল্প পরিচালককে অবহিতকরণ।

iii) স্কীম বাস্তবায়নের সময় মাঠ পর্যায়ে তদারকি (Monitoring) করণ।

iv) স্কীম বাস্তবায়নে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে তা নিরসনের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করণ।

v) বাস্তবায়িত স্কীমসমূহ গ্রম্নপ সদস্যদের নিকট প্রদানসহ মৎস্যচাষ/ বিল নার্সারি কার্যক্রমের তদারকিকরণ।

ঘ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তাঃ

i) সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি স্কীমের ১৫ দিনের মধ্যে সম্ভাব্যতা (Feasibility) পরীক্ষা করে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর মতামতসহ প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ।

ii) স্কীম বাস্তবায়নের জন্য এলসিএস কমিটি অনুমোদন।

iii) শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের জন্য এলসিএস বরাবর পুনঃবরাদ্দপত্র (D.O) প্রদান।

iv) নির্ধারিত সময় এবং ডিজাইন মোতাবেক কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত বাস্তবায়নাধিন স্কীম সমূহের কাজ তত্ত্বাবধান/ তদারকিকরণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

v) জলাশয় সংস্কার এবং পুনঃখনন কাজে এবং মাছ চাষ কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান।

vi) প্রকল্পের তালিকাভূক্ত স্কীম নির্বাচন এবং সুফলভোগী দল গঠনের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।

vii) সুফলভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করণ।

viii) অত্র নির্দেশিকায় প্রদত্ত ছক মোতাবেক সমস্ত রিপোর্ট তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।

ix) অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় যোগদান এবং তার জেলার অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশকরণ।

x) মাসিক পর্যালোচনা সভায় স্কীমের অগ্রগতির বিষয়ে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করণ এবং অগ্রগতি নিশ্চিতকরণ।

xi) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উন্নয়নকৃত জলাশয় গ্রম্নপ সদস্যদের নিকট হসত্মামত্মরের বিষয়টি নিশচতকরণ।

xii) উন্নয়নকৃত জলাশয়ে গ্রম্নপ সদস্যদের দিয়ে মৎস্যচাষ / বিল নার্সারি কার্যক্রম আরম্ভকরণ।

xiii) গ্রম্নপ সদস্যদের সঞ্চয় কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ।

xiv) অগ্রিম উত্তোলিত অর্থ সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করণ। ভবিষ্যতে অডিটের জন্য নিয়ম মোতাবেক সংশিস্নষ্ট কাগজপত্র ও তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন।

ঙ) সহকারী প্রকৌশলীঃ

i) মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত স্কীমসমূহ পরীক্ষা করে মতামতসহ অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক বরাবর পেশকরণ।

ii) মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত স্কীমসমূহের মধ্যে নমুনা হিসেবে কিছু স্কীমের প্রি-ওয়ার্ক ও পোস্ট-ওয়ার্ক পরীক্ষা করণ।

iii) অনুমোদিত স্কীমের বিপবীতে বরাদ্দপত্র A.O. জারি করতে প্রকল্প পরিচালককে সহায়তাকরণ।

iv) রিভিউ সভায় অংশগ্রহণ এবং স্কীমের অগ্রগতির পর্যালোচনা করণ।

v) স্কীম বাস্তবায়নের সময় মাঠ পর্যায়ে তদারকিকরণ(monitoring) এবং প্রকল্প পরিচালক ও মন্ত্রণালয়কে অবহিত করণ।

vi) বাস্তবায়িত স্কীমে কোথাও অবকাঠামো প্রয়োজন হলে তা স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

vii) বাস্তবায়িত স্কীমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদানের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে সহায়তাকরণ।

চ) সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাঃ

i) নির্ধারিত ছকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী এর সহায়তায় স্কীম প্রণয়ন পূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ।

ii) নীতিমালা অনুযায়ী গ্রম্নপ গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

iii) এলসিএস দলপতি বরাবর পুনঃবরাদ্দ আদেশ (D.O) প্রদানের জন্য চাহিদাপত্রে সুপারিশ করণ।

iv) জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে এলসিএস গঠনে সহায়তা করণ।

v) কাজ আরম্ভ করার পূর্বে এলসিএস সদস্যদের এক দিনের একটি প্রস্ততিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করণ।

vi) কাজ আরম্ভ করার পূর্বে প্রতিটি স্কীমে প্রোফাইল নিশ্চিত করণ।

vii) ডিজাইন মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পাদনের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ পরিদর্শনকরণ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

viii) জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে মাটির কাজের বিষয়ে সমস্ত রিপোর্ট প্রদান ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তাকরণ।

ix) উন্নয়নকৃত জলাশয় যথাসময়ে গ্রম্নপ সদস্যদের নিকট হসত্মামত্মরের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করণ।

x) গ্রম্নপ সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করণ এবং সঞ্চয় কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ।

xi) অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

ছ) উপ-সহকারী প্রকৌশলীঃ

i) স্কীম তৈরিতে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদান।

ii) মাটির কাজের বিষয়ে রিপোর্ট তৈরিতে মৎস্য কর্মকর্তাদের সহায়তা প্রদান।

iii) স্কীম বাস্তবায়নে অনুমোদিত ডিজাইন, প্রাক্কলন মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

iv) এলসিএস দলপতি বরাবর পুনঃবরাদ্দ আদেশ (D.O.) প্রদানের জন্য চাহিদা পত্রে সুপারিশকরণ।

v) মাটির কাজে প্রি ও পোস্ট ওয়ার্ক মাপ গ্রহণের দায়-দায়িত্ব পালন এবং লেভেল বহি প্রস্ত্তত ও পরিমাপ বহি (M.B) লিপিবদ্ধ করণ।

১২. চুক্তিবদ্ধ ভূমিহীন সমিতি(এলসিএস) গঠন (Formation of landless Contracting Society-LCS)t

i) প্রতিটি এলসিএস কমপক্ষে ১জন মহিলাসহ ৫-৭ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। তন্মধ্যে ১জন দলনেতা, ১জন উপ-দলনেতা এবং অন্যান্যরা সদস্য হিসেবে থাকবেন।

ii) প্রতি ইউনিয়নের জন্য আলাদা এলসিএস হবে। প্রতি ৩০.০০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকার জন্য কমপক্ষে ১টি এলসিএস গঠন করতে হবে।

iii) স্কীম এলাকায় সুফলভোগী দলের সদস্য, সমাজসেবক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে চুক্তিবদ্ধ ভূমিহীন সমিতি (এলসিএস) গঠন করতে হবে।

iv) সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা স্কীম এলাকার সুফলভোগী সদস্য, সমাজসেবক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে আলাপ আলোচনাক্রমে এলসিএস গঠনের প্রসত্মাব জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিবেচনামেত্ম তা অনুমোদন করবেন।

v) এলসিএস কমিটির উপ-দলনেতা স্কীম সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ এবং সংরক্ষণ করবেন।

vi) এলসিএস চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে বা চুক্তি ভঙ্গ করলে সেক্ষেত্রে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা নতুন এলসিএস গঠন করতে পারবেন। বাতিলকৃত কমিটির নিকট অব্যবহৃত নগদ অর্থ, সংশিস্নষ্ট কাগজপত্র নতুন এলসিএস এর নিকট হসত্মামত্মর করতে হবে। অন্যথায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩. চুক্তিবদ্ধ ভূমিহীন সমিতি এর দায়িত্ব (Responsibilities of LCS)t

i) চুক্তিবদ্ধ ভুমিহীন সমিতির উপ-দলনেতা এবংসদস্যদের সহযোগিতায় দলনেতা স্কীম বাস্তবায়ন করবেন।

ii) অনুমোদিত নক্সা ও শর্তানুযায়ী স্কীম বাস্তবায়নের জন্য এলসিএস কমিটির দলনেতা এবং সদস্যগণ এককভাবে এবং সামগ্রিকভাবে দায়ী থাকবেন।

iii) এলসিএস কমিটির পক্ষে দলনেতা এবং উপ-দলনেতা যথাযথভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করবেন এইমর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করবেন। অঙ্গীকারনামা অবশ্যই ৩০০/- মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে হতে হবে।

iv) কাজ আরম্ভ করার পূর্বে ভূমিহীন চুক্তিবদ্ধ সমিতিকে অবশ্যই স্কীম সাইটে বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।

v) খরচের অর্থ গ্রহণের জন্য এলসিএস দলনেতা ও উপ-দলনেতা ব্যাংকে একটি যৌথ একাউন্ট খুলবেন। ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য দলনেতা ও উপ-দলনেতা যৌথভাবে দায়ী থাকবেন। শ্রমিকদের মধ্যে প্রাপ্য অনুসারে টাকা বিতরণের জন্যও তারা দায়ী থাকবেন।

vi) স্কীম এলাকায় এলসিএসকে সংশিস্নষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের নিকট স্কীম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্ত ধরনের হিসাব ও কাগজপত্র অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে। পরবর্তীতে এই কাগজপত্রসমূহ সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে।

vii) এলসিএস মাসে কমপক্ষে দু'বার স্কীম বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিষয়ে সভা করবে। এ সভার আলোচনা ও সিদ্ধামত্ম লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উপস্থিত সকল সদস্যের স্বাক্ষর করতে হবে।

viii) নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী এলসিএসকে অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে।

ক) পরিমাপ এবং মজুরি প্রদান (Measurement and Payment Ledger) সম্পর্কিত বহি।
খ) সংশিস্নষ্ট মডিফাইড মাস্টার রোল এবং মাস্টার রোল।
গ) শ্রমিকদের হাজিরা খাতা।
ঘ) টাকা মজুদের খাতা।
ঙ) এলসিএস সভার কার্যক্রমের বই।
চ) শ্রমিকদের মজুরি প্রদান সম্পর্কিত সর্দারের প্রত্যয়নপত্র এবং
ছ) আনুষঙ্গিক খরচের হিসাব বহি।

১৪. সর্দার এবং পরিদর্শকের দায়িতব (Responsibilities of Sardar and Supervisor)ঃ

শ্রমিকরা তাদের দলের মধ্য থেকে সর্দার নিয়োগ করবেন এবং তিনি সে দলের সাথে কাজ করবেন। এলসিএস কোন সর্দার নিয়োগ করতে পারবে না। সাধারণতঃ প্রতি ১৫ থেকে ২০ জন শ্রমিকের জন্য ১জন সর্দার নিয়োগ করা হয়ে থাকে। সর্দারের নিম্নবর্ণিত দায়িত্ববলী পালন করতে হবে।

ক) শ্রমিকদের তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবেন।
খ) পরিমাপের সময় উপস্থিত থেকে সাহায্য করবেন।
গ) দলের পক্ষ থেকে এলসিএস এর নিকট মজুরি বুঝে নিবেন।
ঘ) কাজের পরিমাপ অনুযায়ী শ্রমিকদের টাকা বিতরণ করবেন এবং অনুযায়ী এলসিএসকে প্রত্যয়নপত্রপ্রদান করবেন।
ঙ) নক্সা ও শর্তাবলী অনুযায়ী কাজ সম্পাদন নিশ্চিত করবেন।

পরিদর্শক এলসিএস কমিটির সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। সর্দারসহ ১০০ জন শ্রমিকের জন্য ১ জন পরিদর্শক নিয়োগ করা যাবে। তাঁর দায়িত্ব হলোঃ

ক) শ্রমিক সংগ্রহ করা।
খ) পরিমাপে সহায়তা করা।
গ) নক্সা ও শর্তানুযায়ী কাজ সম্পাদন নিশ্চিত করা।

ঘ) শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের সময় উপস্থিত থাকা এবং পরিমাপ ও মজুরি খাতায় স্বাক্ষর করা।
ঙ) এলসিএস কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

১৫. আনুষঙ্গিক তহবিল (Contingency Fund)t

১৫.১ ক) প্রকল্প পরিচালক প্রতি ১ (এক) লক্ষ টাকা কাজের জন্য ৫০০/ (পাঁচ শত) টাকা (১ টি এলসিএস এর জন্য সর্বোচ্চ ৪০০০/- টাকা) ফরম ছাপানো, সাইনবোর্ড স্থাপন, মনোহরি দ্রব্যাদি ক্রয় এবং অন্যান্য অপ্রত্যাশিত খরচ বাবদ প্রদান করতে পারবেন।

১৫.২ খ) আনুষঙ্গিক খরচের অর্থ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা উত্তোলনপূর্বক (বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষ) চেকের মাধ্যমে এলসিএসকে প্রদান করবেন।

১৬. বরাদ্দপত্র (A.O.)/ পুনঃবরাদ্দপত্র (D.O.) জারি এবং অর্থ উত্তোলন সংক্রামন্ত নির্দেশাবলীঃ-

১৬.১ প্রকল্প পরিচালক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অনুযায়ী প্রাপ্ত স্কীমের তালিকা করে স্কীম নির্বাচন কমিটি বরাবরে প্রেরণ করবেন।

১৬.২ স্কীম নির্বাচন কমিটি কর্তৃক চূড়ামন্তভাবে নির্বাচিত স্কীমসমূহের বিপরীতে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর অর্থ বরাদ্দের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করবেন।

১৬.৩ প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে অনুমোদিত স্কীমের অর্থ অগ্রিম উত্তোলন করা না হলে প্রকল্প পরিচালক অনুমোদিত স্কীমের প্রাক্কলন অনুযায়ী জেলা মৎস্য কর্মকর্তার অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের সরকারি আদেশ (GO) জারি করবেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাদ্দ আদেশ অনুযায়ী সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার মাধ্যমে পিআইসি/ এলসিএস এর নিকট হতে প্রাপ্ত কিসিস্তভিত্তিক বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষামেন্ত অগ্রিম অর্থ ছাড়ের জন্য বিলে প্রতিস্বাক্ষর পূর্বক জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। প্রথম কিসিস্ততে প্রদত্ত অর্থের সমেন্তাষজনক ব্যবহার এবং স্কীম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও সংশিস্নষ্ট প্রকৌশলীর সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে দ্বিতীয় কিসিস্তর অর্থ অগ্রিম ছাড় করা যাবে। তৃতীয় কিসিস্তর অর্থ অগ্রিম ছাড় করার সময় প্রথম কিসিস্ততে প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ সমন্বয় করতে হবে এবং চতুর্থ কিসিস্তর অর্থ ছাড়ের সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিসিস্ততে প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ আবশ্যিকভাবে সমন্বয় করতে হবে।

১৬.৪ চতুর্থ কিসিস্তর অর্থ ছাড় করার পূর্বে স্কীমের কাজের চূড়ামন্ত পরিমাপ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রাপ্য অর্থের বিলে সংশিস্নষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও সংশিস্নষ্ট প্রকৌশলীর সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিলে প্রতিস্বাক্ষর পূর্বক জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তরে প্রেরণ করবেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষরযুক্ত বিল প্রাপ্তির পর জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক বিলটি অনুমোদন করবেন এবং পিআইসি বা এলসিএস এর অনুকূলে বিলের বিপরীতে প্রদেয় অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা নেবেন। পিআইসি/এলসিএস চুক্তি স্বাক্ষরের পর জেলা মৎস্য কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে কোন রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব খুলবেন এবং উক্ত হিসাব হতে যাবতীয় লেনদেন নিষ্পন্ন করবেন। পিআইসি/এলসিএস উক্ত হিসাবের রেকর্ডপত্রাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন এবং সংশিস্নষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবেন। বিলম্বিত/আংশিক ব্যয় নিষিদ্ধ এবং উক্ত ব্যয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে না।

১৬.৫ এলসিএস দলনেতা চাহিদাপত্রে **(পরিশিষ্ট-৯)** অর্থের চাহিদা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর দাখিল করবেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উক্ত চাহিদার ভিত্তিতে চাহিদাপত্রের যথার্থতা পরীক্ষামেন্ত এলসিএস দলনেতা ও উপ-দলনেতা বরাবর তাদের নামের বিপরীতে হিসাব প্রদেয় চেকের মাধ্যমে (A/C Pay cheque) অর্থ প্রদান করবেন।

১৬.৬ এলসিএসকে ১ম কিসিস্ততে মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের/বরাদ্দের ২৫% ভাগের বেশিবরাদ্দ প্রদান করা যাবে না। ২য় এবং পরবর্তী চাহিদা সমূহ তখনই প্রদান করা যাবে যখন পূর্বে প্রদত্ত অর্থের ৭৫% টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ এলসিএস এর নিকট অনধিক ২৫% টাকা মজুদ আছে।

১৬.৭ এলসিএস বরাবর ১ম কিসিস্তর টাকা অবমুক্তির পূর্বে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা অবশ্যই বর্ণিত কাজসমূহ সম্পাদন নিশ্চিত করবেন। যেমন, এলসিএস কর্তৃক অঙ্গীকারনামা সম্পাদন, প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক খরচের অর্থ অবমুক্তকরণ, স্কীম সাইটে সাইনবোর্ড স্থাপন ইত্যাদি।

১৬.৮ স্কীমের পোস্ট-ওয়ার্ক পরিমাপের পরই কেবল টাকার চূড়ামন্ত চাহিদা এবং অর্থ প্রদান করা যাবে। স্কীমের কাজ সমাপ্তির পর এলসিএস এর নিকট যাতে কোন অব্যয়িত টাকা না থাকে সে বিষয়ে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাগণ কাজের নথিপত্র এবং অগ্রগতি সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করবেন।

১৬.৯ এলসিএস এর দলনেতা ও সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাগণ টাকা উত্তোলন এবং যথাসময়ে শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণের জন্য দায়ী থাকবেন।

১৬.১০ কোন ক্রমেই এক স্কীমের টাকা অন্য স্কীমের অননুমোদিত কাজের জন্য খরচ করা যাবে না।

১৬.১১ কোন কারণে বরাদ্দ আদেশ (A.O.)জারিকৃত কোন স্কীম যদি বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয় তবে প্রকল্প পরিচালক মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে অবহিত করতঃ প্রকল্পভূক্ত অন্য স্কীমে উক্ত বরাদ্দ প্রদান করতে পারবেন।

১৭. পরিমাপ এবং মজুরি প্রদান (Measurement and Payment)t

১৭.১ কাজ আরাম্ভ করার পূর্বে স্কীমের প্রি-ওয়ার্ক গ্রহণপূর্বক সংরক্ষণ করতে হবে। গৃহীত প্রি-ওয়ার্কের পরিমাণের তারতম্য যদি ৫% এর বেশি হয় তবে পরবর্তী কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

১৭.২ যখন খাদের পরিমাপ গ্রহণ করা হবে তখন তা অবশ্যই পরিমাপ বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৭.৩ ইস্যুকৃত লেভেল বহিতে প্রি-ওয়ার্ক ও পোস্ট-ওয়ার্ক মাপ এবং মাপ বহিতে মাটি কাটার গর্তের মাপ লিপিবদ্ধ করতে হবে। অনুরূপভাবে মাপ বহিতে এলসিএস দলনেতা, দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকবে এবং উহা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে।

১৭.৪ স্কীমের কাজ সমাপ্তির অব্যবহিত পরই পোস্ট ওয়ার্ক মাপ গ্রহণপূর্বক লেভেল বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং গৃহীত পোস্ট-ওয়ার্ক মাপের সাহায্যে মাপ বহি ও চূড়ামত্ম মাটির কাজের পরিমাণ এবং ব্যবহৃত টাকার পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সংশিস্নষ্ট সকলের স্বাক্ষর/প্রতিস্বাক্ষর থাকতে হবে।

১৭.৫ সকল মজুরি খাদের প্রকৃত পরিমাপের ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে। প্রতি ঘনমিটার মাটির কাজের জন্য অনুচ্ছেদ-৬ মোতাবেক টাকা পরিশোধ করতে হবে।

১৭.৬ এক সপ্তাহ পর পর শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করতে হবে।

১৭.৭ সর্দারেরমজুরি তার দায়িত্ব সমেত্মাষজনকভাবে সমাপ্তির পর পরিশোধ করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১৮. খনন পদ্ধতি (Re-excavation Methods)t

১৮.১ উপরে যা-ই বর্ণিত থাকুক না কেন, সাধারণ ক্ষক্ষত্রে ১.০০ (এক) হেক্টরের কম আয়তনের জলাশয়ের খনন কাজ Landless Contracting Society (LCS) এর মাধ্যমে এবং ১.০০ (এক) হেক্টরের অধিক আয়তনের জলাশয়ের খনন কাজ LCS এর পরিবর্তে এক্সকেভেটর এর মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। তবে টেকনিক্যাল কারণে ১.০০ (এক) হেক্টরের অধিক আয়তনের জলাশয়ের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এক্সকেভেটর দিয়ে খনন কাজ সম্ভব না হলে কেবলমাত্র এ ধরনের ব্যতিক্রমী ক্ষক্ষত্রে Landless Contracting Society (LCS) এর মাধ্যমে খনন কাজ করা যেতে পারে।

১৮.২ তিন হেক্টরের অধিক জলাশয়সমূহের খনন কাজ আবশ্যিকভাবে এক্সকেভেটর এর মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।

১৯. মাটির সংকোচন ও ক্ষয়ক্ষতির হারঃ

পলস্নী এলাকায় এধরনের পুকুর উন্নয়নে মাটির কাজ যথোপযুক্ত যান্ত্রিক কম্পেকশনের কোন সংস্থান নাই। এমতাবস্থায় নির্মিত জলাশয়ের পাড় স্বাভাবিক বন্যা, বৃষ্টি এবং মাটির গাঠনিক কারণে সময়ের পরিবর্তনে সংকোচন এবং ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রথম বৎসরে মোট কর্তিত মাটির ১৫% হারে এবং পরবর্তী বৎসরগুলোর জন্য বাৎসরিক ১০% হারে হ্রাস যোগ করে সংকোচন ও ক্ষয়ক্ষতির হার বিবেচনা করতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বর্ণিত হার বিবেচ্য নয়।

২০. সাইনবোর্ড (Signboard) t

প্রতিটি স্কীমের জন্য ১টি ৩র্-০র্র্X৫র্-০র্ সাইন বোর্ড সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করতে হবে। সাইনবোর্ড বাংলায় এবং **পরিশিষ্ট-৮** এর বর্ণনা মোতাবেক হতে হবে। সাইনবোর্ড স্থাপন না করা পর্যমত্ম কাজ আরম্ভ করা যাবে না।

২১. বাস্তবায়ন সিডিউল (Implementation Schedule)t

১৫ জানুয়ারি অথবা এর পূর্বে অবশ্যই কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং ৩০ এপ্রিল এর মধ্যে কাজ সম্পাদন করতে হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে প্রকল্প পরিচালক এই সময় পুনঃনির্ধারণ করতে পারবেন।

২২. স্কীম সংশোধন (Revision of Schemes) ঃ

কারিগরি কারণে যদি কোন স্কীমের ডিজাইন অথবা স্থান সংশোধন/পরিবর্তন করতে হয় তবে তা অবশ্যই কাজ আরম্ভ করার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে সংশোধিত স্কীমের কপিসহ কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক প্রকল্প পরিচালক বরাবর পেশ করতে হবে। অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনক্রমেই কাজ সম্পাদন করা যাবেনা।

২৩. পরিদর্শন ও তদারকিকরণ (Monitoring and Supervision)t

২৩.১ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ, প্রকল্প পরিচালক, সংশিস্নষ্ট সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সহকারী প্রকৌশলী, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী স্কীম পরিদর্শন ও তদারকি করবেন।

২৩.২ কিছু স্কীম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও প্রকল্প কর্মকর্তা যৌথভাবে পরিদর্শন ও তদারকি করবেন।

২৪. স্কীম স্থগিতকরণ (Suspension of Scheme)t

২৪.১ যদি সঠিকভাবে সাইনবোর্ড স্থাপন করা না হয়।

২৪.২ নিয়মানুযায়ী যদি স্কীম সম্পর্কিত তথ্য ও অন্যান্য কাগজপত্র সংরক্ষণ করা না হয়।

২৪.৩ যদি শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে অযৌক্তিক দেরি অথবা আংশিক পারিশ্রমিক পরিশোধ করা হয়।

২৪.৪ অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক যদি স্কীম বাস্তবায়ন করা না হয়।

২৪.৫ স্কীম বাস্তবায়ন কাজ যদি অপ্রতুল এবং সঠিকভাবে পরিদর্শন করা না হয়।

২৪.৬ যদি সুফলভোগী দল গঠন না করা হয়।

২৫. স্কীম বাতিলকরণ (Cancellation of Scheme)t

২৫.১ মেথডোলজির নিয়ম অনুযায়ী যদি এলসিএস গঠন করা না হয়।

২৫.২ যদি বরাদ্দকৃত টাকার অপব্যবহার করা হয়।

২৫.৩ নির্ধারিত সময়ে যদি কাজ আরম্ভ করা না হয়।

২৫.৪ জমি সংক্রামন্ত বিরোধ অথবা স্থানীয় সমস্যা।

২৫.৫ মেথডোলজির বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রদানে বারবার বিলম্ব করা।

২৬. প্রতিবেদন (Reporting)t

বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদন প্রদান করবেন -

২৬.১ মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং একত্রিত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সংশিস্নষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলী এর সহায়তায় প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ একত্রিত করে প্রতিমাসের ১৫ তারিখের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর দাখিল করবেন। উক্ত প্রতিবেদনের কপি সংশিস্নষ্ট বিভাগীয় মৎস্য উপ-পরিচালক এবং মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন।

প্রকল্প পরিচালক জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ একত্রিত করে মন্ত্রণালয়ে মাসিক পর্যালোচনা সভায় পেশ করবেন।

২৬.২ স্কীম সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) ঃ

স্কীম বাস্তবায়নের সাথে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাগণ স্কীমের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে প্রতিটি স্কীমের সমাপ্তি প্রতিবেদন তৈরি পূর্বক সমাপ্তির একমাসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করবেন। যার কপি মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর ও সংশিস্নষ্ট উপ-পরিচালককে প্রদান করতে হবে। ৩১ মে এর মধ্যে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

২৬.৩ মাছচাষের প্রতিবেদন (Report on Pisciculture) ঃ

জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ অবশ্যই ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর মাছচাষ সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

২৭। অব্যবহৃত অর্থ (Unspent Balance) ঃ

২৭.১ কাজ সমাপ্তির পর কোন পিআইসি/এলসিএস এর নিকট যদি কোন অর্থ অব্যবহৃত থাকে তবে উক্ত পিআইসি/ এলসিএস কর্তৃক কাজ সমাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সংশিস্নষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সংশিস্নষ্ট সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট হতে আদায়পূর্বক উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে (কোড নং-‘‘১-৪৪৩১-২৬০০-২৬৮১’’ খাতে) জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং উহার চালানের কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে মহাপরিচালক/প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।

২৭.২ প্রাথমিকভাবে এলসিএস যেমন সরকারি রাজস্বখাতে অর্থ জমাদানের বিষয়ে দায়ী হবেন তেমনি সংশিস্নষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তা অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে দায়ী থাকবেন।

২৭.৩ এলসিএস যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত অর্থ জমাদানে ব্যর্থ হন তাহলে সরকার দ্বিগুণ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা,সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা প্রয়োজনে সংশিস্নষ্ট এলসিএস এর বিরম্নদ্ধে স্থানীয় থানায় এফআইআর (FIR) করতঃ প্রকল্প পরিচালক ও মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন।

২৭.৪ কোন পিআইসি/এলসিএস মিথ্যা বা ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ গ্রহণের পর তা ব্যয় করতে ব্যর্থ হলে উক্ত কমিটির দায়ি ব্যক্তিবর্গের বিরম্নদ্ধে আইনগত শাসিত্মমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২৮। কর্মচক্র (Activity Cycle) ঃ

নিম্নবর্ণিত কর্মচক্র সংশিস্নষ্ট সবাইকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	শুরম্নর তারিখ	শেষ তারিখ
১।	স্কীম নির্বাচন/স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির আলোচনা ও সিদ্ধামত্ম	১ জুলাই	৩১ জুলাই
২।	প্রসত্মাবিত স্কীম পরিদর্শন/প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ/প্রি-ওয়ার্ক সার্ভে গ্রহণ/ গ্রম্নপ গঠন	১ আগস্ট	৩১ আগস্ট
৩।	স্কীম তৈরিকরণ	১ সেপ্টেম্বর	৩০ সেপ্টেম্বর
৪।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক স্কীমওয়ারী মতামত প্রদান এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ	১ অক্টোবর	১৫ অক্টোবর
৫।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক স্কীম যাচাই বাছাই পূর্বক মতামতসহ প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ	১৬ অক্টোবর	৩১ অক্টোবর
৬।	প্রকল্প পরিচালক দপ্তর কর্তৃক স্কীমসমূহের কারিগরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করণ এবং মাঠ পর্যায়ে নমুনা হিসাবে কিছু স্কীমের প্রি-ওয়ার্ক পরীক্ষা করণ	১ নভেম্বর	৩০ নভেম্বর
৭।	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে পর্যালোচনা সভা করতঃ স্কীম তালিকা চূড়ামত্ম করণ এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	১ ডিসেম্বর	১৫ ডিসেম্বর
৮।	মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত স্কীম তালিকা অনুযায়ী প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করণ	১৬ ডিসেম্বর	৩১ ডিসেম্বর
৯।	প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক বরাদ্দ আদেশ (A.O.)	১ জানুয়ারি	৫ জানুয়ারি
১০।	স্কীমের কাজ আরম্ভ করণ	-	১৫ জানুয়ারি
১১।	স্কীমের কাজ সমাপ্ত করার তারিখ	-	৩০ এপ্রিল
১২।	অর্থ উত্তোলনের শেষ তারিখ	-	১০ মে
১৩।	শ্রমিকদের অর্থ বিতরণের শেষ তারিখ	-	১৫ মে
১৪।	প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিলের শেষ তারিখ	-	৩১ মে

* **কর্মচক্রে বর্ণিত সময়সূচি PIU পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।**